ইত্তেফাক

২৮।৩।৮১

17

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গত মার্চে অনুষ্ঠিত আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যা ৮ কোটি ৯৯ লক্ষ ৪০ হাজার। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২ দশমিক ৩৬ জন।

গতকাল (শনিবার) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পরিকল্পনা মন্ত্রী ডক্টর ফসিহউদ্দিন মাহতাব ১৯৮১ সালের আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া বলেন, প্রাথমিক গণনা অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যা ৮ কোটি ৭০ লক্ষ ৫২ হাজার ২৪ জন (৪ কোটি ৪৮ লক্ষ ৪৯ হাজার ১শত ৭৩ জন পুরুষ এবং ৪ কোটি ২২লক্ষ ২ হাজার ৫১ জন মহিলা)। তবে প্রায় সকল দেশেই গণনার সময় নানা কারণে কিছু লোক বাদ পড়িয়া যায়। গণনা-উত্তর পরবর্তী ১৫ দিনে মান নির্ধারণ জরিপ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শহর এলাকায় শতকরা ৬ জন এবং পল্লী এলাকায় শতকরা ৩ জন গণনা হইতে বাদ পড়িয়াছে। এই হিসাব যোগ করিয়া দেশের মোট জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৯ কোটি।

প্রদত্ত প্রাথমিক রিপোর্টে মোট জনসংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের লোকসংখ্যা কত, উপজাতির সংখ্যা কত, লোকের পেশার শ্রেণী বিন্যাস, বেকার সংখ্যা, ভূমিহীনের সংখ্যা, ঘরবাড়ীর সংখ্যা, বয়সকাঠামো ইত্যাদির বিবরণ উল্লেখ করা হয় নাই। পরিকল্পনামন্ত্রী এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, কম্পিউটারের সাহায্যে প্রণীত আগামী বৎসরের জুনে প্রকাশিতব্য চূড়ান্ত রিপোর্টে উল্লেখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইবে।

প্রাথমিক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, নদী-নালাসহ প্রতি বর্গমাইলে বর্তমানে ১ হাজার ৫ শত ৬৬ জন লোক বাস করে। '৭৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ১ হাজার ২ শত ৮৬ জন। পুরুষ ও মহিলার পরিসংখ্যানে প্রতি ১শত জন মহিলার স্থলে

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

(১ম পৃঃ পর)

পুরুষের সংখ্যা ১শত ৬ জন। '৭৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ১শত ৮। মোট খানার সংখ্যা ১ কোটি ৫১ লক্ষ ৩৫ হাজার। খানার গড় সদস্য সংখ্যা ৫ দশমিক '৭৫ জন। মাথাপিছু জমির পরিমাণ গড়ে ৩৮ শতাংশ। ৭৪ সালের শুমারিতে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ছিল ৪৭ শতাংশ।

এক প্রশ্নের জবাবে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন, আদমশুমারির জন্য মোট ১৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ইহার মধ্যে আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা তহবিল হইতে যোগান দেওয়া হইবে ৬ কোটি টাকা। মোট ১১ হাজার সুপারভাইজার এবং ২ লক্ষ ১১ হাজার গণনাকারী গত ৬ হইতে ৮ মার্চ পর্যন্ত তিন দিনে গণনা কাজ সমাপ্ত করেন।

প্রাথমিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী শতকরা ১০ জন শহরের পৌর এলাকায় বাস করেন এবং গ্রামে বাস করেন শতকরা ৯০ জন। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, প্রতিটি থানা সদরকে শহর এলাকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া হিসাব করা হইতেছে। ইহাতে শহরের বসবাসকারীর আনুপাতিক হার বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ১৩তে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

গ্রামের সংখ্যা ৮৫ হাজারের উপরে

'৭৪ সালে দেশে গ্রামের সংখ্যা ছিল ৬৮ হাজার ৩ শত ৮৫টি। গত মার্চের শুমারিতে ৫০ খানার কম গ্রামের সংখ্যা ২০ হাজার ১ শত ৬৩টি এবং ৫০ খানা ও উহার উর্ধ্বে খানার গ্রাম সংখ্যা ৬৫ হাজার ৪ শত ৮৭টি। অর্থাৎ মোট সংখ্যা ৮৫ হাজার ৬ শত ৫০টি। তবে শহর এলাকা ছাড়া মৌজার সংখ্যা ৬০ হাজার ৩ শত ১৫টি. শহরের মহল্লা ২ হাজার ৯ শত ১২টি।

সুন্দরবনে প্রথম আদমশুমারি

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন; সুন্দরবনের সংরক্ষিত বন এলাকার এই প্রথমবারের মত লোক গণনার চেষ্টা চালানো হয়। প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী সুন্দরবনের লোকসংখ্যা ২০ হাজার ৬ শত ৮২ জন। ইহার মধ্যে ১৭ হাজার ৮ শত ৫৩ জন ভাসমান এবং তাহারা সকলেই পুরুষ। স্থায়ী বসবাসকারীদের মধ্যে মাত্র ৫ শত ২৩ জন মহিলা।

ঢাকা বৃহত্তম জেলা

জনসংখ্যার ভিত্তিতে ঢাকা বৃহত্তম জেলা, মোট জনসংখ্যা ১ কোটি ৪৯ হাজার, দ্বিতীয় কুমিল্লা ৬৮ লক্ষ ৮০ হাজার, তৃতীয় ময়মনসিংহ ৬৫ লক্ষ ৪৩ হাজার, রংপুরের জনসংখ্যা ৬৪ লক্ষ ৯০ হাজার, সব চাইতে কম লোক পার্বত্য চট্টগ্রামে ৭ লক্ষ ৪৬ হাজার। তবে ৭৪ সালের তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির আনুপাতিক হার সব চাইতে বেশী—শতকরা ৪৬ দশমিক ৮৫ জন। চট্টগ্রাম জেলার লোকসংখ্যা ৫৪ লক্ষ ৭৬ হাজার, কুমিল্লায় ৬৮ লক্ষ ৮০ হাজার, নোয়াখালিতে ৩৮ লক্ষ ১৬ হাজার, সিলেট জেলায় ৫৬ লক্ষ ৫০ হাজার, ফরিদপুরে ৪৭ লক্ষ ৬৮ হাজার, জামালপুরে ২৪ লক্ষ ৪৫ হাজার, টাঙ্গাইলে ২৪ লক্ষ ৪৪ হাজার বরিশালে ৪৬ লক্ষ ৬৮ হাজার, যশোরে ৪০ লক্ষ ১৬ হাজার, খুলনায় ৪০ লক্ষ ৫৩ হাজার, কুষ্টিয়ায় ২২ লক্ষ ৭৩ হাজার, পটুয়াখালীতে ১৮ লক্ষ ৪০ হাজার, বগুড়ায় ২৭ লক্ষ ১৮ হাজার, দিনাজপুরে ৩২ লক্ষ ৯৮ হাজার পাবনায় ৩১ লক্ষ ১৮ হাজার এবং রাজশাহী জেলার লোকসংখ্যা ৫২ লক্ষ ৬৩ হাজার।

বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম থানা—

জনসংখ্যার ভিত্তিতে বর্তমানে বৃহত্তম থানা নোয়াখালি জেলার বেগমগঞ্জ, জনসংখ্যা ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮ শত ১৫ জন। সবচাইতে ক্ষুদ্রতম থানা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুরাইছড়ি, লোকসংখ্যা ১০ হাজার ৭ শত ১৯ জন।